দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ ... 10 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও জনসচেতনতাই নকল প্রতিরোধ করতে পারে

বাংলাদেশে বর্তমানে সকল প্রকার পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই পরীক্ষার কথা বললেই নকলের কথা এসে যায়। এ দেশে এমন কোন পরীক্ষা আর এখন নেই যেই পরীক্ষায় নকল হয় না বা নকলের কথা কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় নকলের ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা এবং দেশ পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের বিসিএস পরীক্ষায়ও নকল হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। দাবি উঠেছে পরীক্ষা বাতিলের। তবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, পরীক্ষা বাতিলের প্রশ্নই আসে না। নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ নয়, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও জনসচেতনতায়ই নকল প্রতিরোধ সম্ভব।

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসছে। হাতেগোনা কটা দিন পরেই শুরু হবে এস্‌এসসি পরীক্ষা ২০০৩। এবারের পরীক্ষায় আগের মতো নকলবাজি চলবে কিনা সে প্রশ্ন জাগছে অনেকের মনে। কারণ এ যাবৎ যতো পাবলিক পরীক্ষা হয়েছে-তার সবটাতেই নকলের অবিশ্বাস্য তৎপরতা চোখে পড়েছে। কড়াকড়ি সত্ত্বেও নকল বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। অতীতে যেমন চলেছে এখনো তেমন চলছে। তবে আগের চেয়ে মাত্রা অনেকটা কমেছে। গত সরকারের আমল থেকেই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ঢালাও নকল বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমান সরকারের আমলে সে উদ্যোগ আরো জোরদার করা হয়। এরপরও নকল প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। নকলবাজদের ধরা হচ্ছে-বহিষ্কারও করা হচ্ছে। এরপরও নকলের তৎপরতা বন্ধ হচ্ছে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অনেক দিনের অভ্যাসে চটজলদি পরিবর্তন আনা যায় না। লেগে থাকতে হয়। লেগে থাকলে ফল পাওয়া যাবে অবশ্যই। এ বিশ্বাসের ভরেই বর্তমান সরকার নকল প্রতিরোধ চেষ্টায় লেগে আছেন। ক্রমান্বয়ে সে চেষ্টা জোরদার করে চলেছেন।

মোদ্দাকথা, নকলপ্রবণতা বন্ধ করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। কোন কোন মহল থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পরিবর্তে ও লেভেল এবং এ লেভেল পরীক্ষা চালু করার কথা বলা হচ্ছে। শিক্ষা সচিব কিছুদিন আগে এ রকম একটি বক্তব্যও দিয়েছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ২০০৪ সালের দিকে এই পদ্ধতি চালু হতে পারে। জানা নেই, সরকার নীতিগতভাবে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। তবে সিদ্ধান্তটি মন্দ নয়। এর ফলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে তৈরী করা যাবে। বিশেষ করে গুরুত্ব বাড়বে ইংরেজী শিক্ষার ওপর। এর ফলে এদেশের শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে পারবে। এ লেভেল পাস না থাকার কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই এ দেশের শিক্ষার্থীদের পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে অসুবিধা হয়। ও লেভেল এবং এ লেভেল প্রবর্তন করলে এ ধরনের সমস্যা আর থাকবে না। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতিতে সৃজনশীল উত্তরের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। ফলে নকলের প্রবণতা আর থাকে না। মূল কথা হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি আমূল পরিবর্তন না আনা যায়, তাহলে নকল বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

এদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে দেখা যায়, পদার্থ বিদ্যায় ডিগ্রী নিয়ে (এমএসএস) কোন এক শিক্ষার্থী ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন শিক্ষানবীস অফিসার হিসেবে। এ ক্ষেত্রে পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান তার কাজে লাগলো না। অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গ্রাম-গঞ্জে এখন কলেজের অভাব নেই। সে সব কলেজের অনেকগুলোতে মাষ্টার্স ও অনার্স কোর্স চালু আছে। অথচ অনার্স বা মাষ্টার্স পড়ানোর মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক সে সব কলেজে নেই। একজন শিক্ষকের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, শিক্ষকরা প্রায়ই ব্যস্ত থাকেন অন্য কাজে। কেরানীর কাজও করতে হয় তাদের। কলেজগুলোতে রয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা। এ কারণে অনেক কলেজেই নিয়মিত ক্লাস হয় না। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়মিত পরীক্ষা হচ্ছে। খোঁজ খবর করে জানা গেছে, ইদানীংকালে বেশীরভাগ ছাত্র গাইড বই পড়ে মাত্র এক সপ্তাহের প্রস্তুতিতে পরীক্ষা দেয়। পাস করার লক্ষ্যে তাদের নকলের সহায়তা নিতে হয় অবশ্যই। দেশে মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে এটা যে কতো বড়ো অন্তরায় সেটা অনুমান করতে খুব একটা বেগ পাওয়ার কথা নয়। তাই নকল বন্ধের উদ্যোগ সফল করতে হলে এসব অনিয়মের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অভিজ্ঞ মেধাসম্পন্নদের শিক্ষা পেশায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাতে হবে। দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক থাকলে পাবলিক পরীক্ষায় নকলমুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে অবশ্যই।

[এম এম এমরান চৌধুরী